## লৌকিক এবং অলৌকিক সম্বন্ধের ত্যাগ

আজ বাপদাদা তাঁর মহাদানী, বরদাতা বিশেষ আত্মাদের দেখছেন । মহাদানী এবং বরদাতা হওয়ার আধার হলো মহাত্যাগী হওয়া । মহাত্যাগী হওয়া ছাড়া মহাদানী, বরদাতা হতে পারবেনা । মহাদানী অর্থাত্ প্রাপ্ত ধনভাণ্ডার বিনা স্বার্থে অন্যান্য আত্মাদের যে দিয়ে দিতে পারে । নিঃস্বার্থ ভাবের ঊর্ধ্বে আছে, এমন আত্মারাই মহাদানী হতে পারে । বরদাতা সদা নিজেকে গুণ, জ্ঞান আর সর্বশক্তির সম্পদে ভরপুর অনুভব করে । সে সকল আত্মাদের জন্য অনুক্ষণ শ্রেষ্ঠ এবং শুভ ভাবনা রাখে তথা সবার কল্যাণ হোক , এইরকম শ্রেষ্ঠ কামনা লালন করে । যাদের সেইরকম শ্রেষ্ঠ কামনা আছে এবং আত্মিকরূপে সদা ক্ষমাশীল ও উদারচেতা তারাই একমাত্র বরদাতা হতে পারে । এইজন্য মহাত্যাগী হওয়া প্রয়োজন । ত্যাগের অর্থ তোমাদের বলা হয়েছে । প্রথম ত্যাগ, দেহের অস্তিত্বের ত্যাগ । দ্বিতীয়, দেহের সম্বন্ধের ত্যাগ । তোমাদের বলা হয়েছে যে, দেহের সাথে প্রথম সম্পর্ক কর্মেন্দ্রিয়ের সাথে, কারণ ২৪ ঘন্টা তোমরা কর্মেন্দ্রিয়ের সাথে জুড়ে আছ । দ্বিতীয় পদক্ষেপ হলো, ইন্দ্রিয়কে জয় করতে হবে এবং সর্বাধিকারী আত্মা হতে হবে । তোমাদের এই বিষয়েও স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে । তৃতীয়তঃ, তোমাদের দেহের সাথে ব্যক্তির সম্পর্কের । লৌকিক এবং অলৌকিক উভয় সম্পর্কই এর অন্তর্ভুক্ত । এই উভয় সম্বন্ধতে তোমাদের মহাত্যাগী হতে হবে অর্থাত্ তোমাদের নষ্টমোহা হতে হবে । নষ্টমোহার লক্ষণ হলো, উভয় সম্বন্ধেই কারও প্রতি কোনও ঘৃণা থাকবে না এবং কারও প্রতি মোহ বা বশ্যতা থাকবে না । কারও প্রতি ঘৃণা থাকলে তবে সেই ব্যক্তির অপগুণ বা কর্ম, যা তোমার অতি অপছন্দের, সেটাই বারবার তোমার বুদ্ধিকে বিচলিত করবে । এমনকি তুমি না চাইলেও নিজে থেকেই সেই ব্যক্তির সম্পর্কে তোমার কর্মে, বচনে, স্বপ্নেও অশুদ্ধ সংকল্প চলতে থাকবে । তুমি বাবাকে স্মরণ করার চেষ্টা করবে কিন্তু সেই আত্মা তোমার সামনে চলে আসবে । একইভাবে, যে আত্মার প্রতি তোমার হৃদয়ে মোহ বা বশ্যতা আছে আপনা থেকেই সেই আত্মা তোমাকে আকৃষ্ট করবে । এমনকি সেটাও তোমার চেতন ইচ্ছার বিরুদ্ধে । সেই আত্মার গুণ বা স্নেহ তোমার বুদ্ধিকে আকৃষ্ট করবে, সেখানে, যে আত্মার প্রতি তোমার ঘৃণা আছে সেই আত্মা তোমার স্বার্থসিদ্ধি পূরণ না হওয়ার কারণে তোমার স্বার্থবুদ্ধিকে বিচলিত করবে । যতক্ষণ স্বার্থসিদ্ধি পূরণ না হয় ততক্ষণ সেই আত্মার সাথে বিরোধী সংকল্প বা কর্মের হিসেব সমাপ্ত হয়না ।

ঘৃণার বীজ হলো স্বার্থসিদ্ধির রয়্যাল স্বরূপ অর্থাত্ "করা উচিত্," এর এটা করা উচিৎ, তার ওটা করা উচিৎ নয়, এটা হওয়া উচিৎ ! এইভাবে তোমার চাওয়ার আকাঙ্ক্ষা সেই আত্মার সাথে ব্যর্থ সম্পর্ক জুড়ে দেয় । যে আত্মাকে তুমি ঘৃণা করো তার সম্পর্কে নিরন্তর ব্যর্থ চিন্তন করার কারণে তুমি পরদর্শন চক্রধারী হয়ে যাও । এমনকি এই ব্যর্থ সম্বন্ধ নষ্টমোহাও হতে দেয়না । এক্ষেত্রে ভালোবাসা থেকে মোহ হবেনা, হবে বাধ্যবাধকতা থেকে । তাহলে এবার তোমরা কি বলবে ? "আমি তো অতিষ্ঠ হয়ে গেছি ।" সুতরাং, যে বিরক্ত করছে তার দিকে তো বুদ্ধি অবশ্যই যাবে । সেসবে তোমাদের সময়ও নষ্ট হবে, বুদ্ধিও যাবে আর শক্তিও ক্ষয় হবে । অতএব, এক হলো সম্বন্ধ, দ্বিতীয় হলো বিনাশী স্নেহ বা প্রাপ্তির আধারে অথবা সাময়িকভাবে কেউ তোমার সহায় হওয়ার কারণে তৈরি মোহ বা বশ্যতা । লৌকিক এবং অলৌকিক এই উভয় সম্বন্ধেও এই সমস্ত বিষয় তোমার বুদ্ধিকে আকৃষ্ট করে । জাগতিক জীবনে, যখন দেহ সম্বন্ধী দ্বারা স্নেহলাভ হয়, সহায়তা বা কোনও

কিছুর প্রাপ্তি হয়, তখন সেই ব্যক্তিদের প্রতি তোমার বিশেষ মোহ জন্মায় । সেই মোহ কাটানোর জন্যই তুমি পুরুষার্থ করছ এবং তোমার লক্ষ্য থাকে, যে কোনভাবে বুদ্ধিকে তাদের দিকে ধাবিত হতে না দেওয়া । লৌকিক সম্বন্ধ ছেড়ে দেওয়ার পর অলৌকিক সম্বন্ধেও সেই একই জিনিস বুদ্ধিকে আকৃষ্ট করে অর্থাত্ সেইসব খুব সহজেই তোমার বুদ্ধিকে তাদের দাসত্ব করায় । এইসবও দেহ সম্বন্ধীয় সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত । জীবনে যখন কোনও সমস্যা আসবে অথবা মন যখন বিভ্রান্ত হবে তখন তোমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তুমি একমাত্র সেই আত্মাকে স্মরণ করবে যে তোমাকে সাময়িক সহায়তা দিয়েছে বা স্বল্পকালীন প্রাপ্তি করিয়েছে অথবা যে আত্মার প্রতি তোমার মোহ আছে সেই আত্মাই তোমার স্মরণে আসবে; বাবাকে স্মরণ করতে পারবেনা । আবার, যে সমস্ত আত্মাদের তেমন মোহ আছে তারা নিজেদের পক্ষে বা নিজেদের সঠিক সাব্যস্ত করতে কি ভাবে বা কি বলে ? বাবা নিরাকার এবং সূক্ষ্ম ! তাহলে সাকাররূপে নিশ্চয়ই কাউকে প্রয়োজন । যতই হোক, তোমরা সেটা ভুলে যাও । যদি তোমার সর্ব প্রাপ্তির সম্বন্ধ এক বাবার সাথে থাকে, যদি সর্ব সম্বন্ধের অনুভব এবং আশ্রয় দাতার প্রতি অটল বিশ্বাস থাকে, নিশ্চয় থাকে তবে বাপদাদা নিরাকার এবং সূক্ষ্ম আকারে হয়েও তোমার সাথে স্নেহের বন্ধনে বেঁধে থাকেন । তিনি তোমাকে সাকাররূপের আভাস দেন । তোমার এইরকম অনুভব না হওয়ার কারণ কি ? নলেজের মাধ্যমে তোমরা বুঝেছ যে, তোমাদের সর্ব সম্বন্ধ এক বাবার সাথে রাখতে হবে, কিন্তু তোমাদের জীবনে সেই সর্ব সম্বন্ধের অভ্যাস রাখোনি । এই কারনে, কার্যতঃ তোমরা সর্ব সম্বন্ধের অনুভব করতে পারোনা । ভক্তিমার্গে, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ভক্ত মীরারও যখন সাক্ষাত্কার হয়নি, কিন্তু কার্যতঃ সাকার রূপে অনুভব হয়েছে, তাহলে কি জ্ঞানসাগরের ডাইরেক্ট জ্ঞান স্বরূপ বাচ্চাদের সাকার রূপে সর্বপ্রাপ্তির আধারমূর্ত , সদা সহায়দাতা বাবার অনুভব হতে পারেনা ! তাহলে তোমরা সর্বশক্তিমানকে ছেড়ে কেন যথাশক্তি আত্মাদের সহায় বানাচ্ছ ? সুতরাং, তোমরা অবশ্যই কর্মের এই গুহ্য হিসাবও বুদ্ধিতে রাখো । কর্মের হিসাব গুহ্য রহস্য, তোমাদের সেটা বুঝতে হবে । যখন তোমরা কোনও আত্মার থেকে সাময়িক সাহায্য নাও বা কাউকে তোমাদের প্রাপ্তির আধার বানাও, তখন তোমার বুদ্ধি সেই আত্মার প্রতি গোলামসুলভ হওয়ার কারণে কর্মাতীত হওয়ার পরিবর্তে কর্মের বন্ধনে বাঁধা হয়ে যায় । একজন দিলো অন্যজন নিলো, সুতরাং এক আত্মার সাথে অন্য আত্মার লেনদেন হলো । তাহলে, লেনদেনের হিসেব তৈরি হলো নাকি তুমি কিছু সমাপ্ত করতে পারলে ? সেই সময় তুমি এমন অনুভব করবে, যেন উন্নতি করছ কিন্তু সেই উন্নতি প্রকৃত উন্নতি নয় অথচ তোমার কর্মবন্ধনের হিসেবের খাতা জমা হয়ে গেল ! তাহলে তার রেজাল্ট কি হবে ? কর্ম বন্ধনে বাঁধা আত্মা বাবার সাথে কোনও সম্পর্কের অনুভব করতে পারবেনা । কর্মবন্ধনের বোঝা আছে এমন আত্মা স্মরণের যাত্রায় সম্পূর্ণ স্থিতির অনুভব করতে পারবেনা । সেইরকম আত্মারা স্মরণের বিষয়ে সদা

দুর্বল থাকবে । হতে পারে তারা নলেজ শুনতে বা শোনানোর ক্ষেত্রে দক্ষ এবং সেনসিবল্ কিন্তু তারা এসেন্সফুল হতে পারবেনা । তারা সার্ভিসেবল্ হবে কিন্তু বিঘ্ন-বিনাশক হতে পারবেনা । তারা সেবাকে বাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারবে কিন্তু যথার্থ বিধিতে সেই বৃদ্ধি হবেনা । সেইরকম আত্মারা স্পিকার হতে পারে কিন্তু তাদের কর্ম বন্ধনের বোঝা থাকার কারণে তারা স্পিডে এগোতে পারেনা, অর্থাত্ তারা উড়তি কলার স্পীড অনুভব করতে পারেনা । দেহ সম্বন্ধের এই দুই ধরণই তোমাকে মহাত্যাগী হতে বাধা দেয় । সুতরাং সবার প্রথমে দেহের সম্বন্ধকে শুধু চেক করো, কোনও আত্মার সাথে ঘৃণার সম্পর্কে অথবা প্রাপ্তি বা সহায় সম্বন্ধের সাথে মোহ নেই তো ! অর্থাত্ চেক করো তোমার বুদ্ধি দাসত্ব করছে কিনা ! বারবার তোমার বুদ্ধি যদি অন্যের দিকে আকৃষ্ট হয় বা অন্যের প্রতি তোমার দাসসুলভ মনোভাব থাকে তবে এটাই প্রমাণ হয় যে, তোমার বোঝার ভার

আছে । বস্তুভরা বোঝা সবসময় ঝুঁকেই থাকে । সুতরাং এটাও কর্মের বোঝা হয়ে যায়, এইজন্য তুমি না চাইলেও বুদ্ধি বশ্যতা স্বীকার করে নেয় । বুঝতে পেরেছ ? এখনও পর্যন্ত বাবা তোমাকে শুধুমাত্র দেহ সম্বন্ধের একটা বিষয়ের কথাই বলেছেন ।

সুতরাং, নিজেকে জিজ্ঞাসা করো, আমি দেহ সম্বন্ধ ত্যাগ করেছি ? অথবা লৌকিকের সবকিছু ত্যাগ করেছি, নাকি অলৌকিকের সাথে জুড়েছি ? যে আত্মারা কর্মাতীত হতে চলেছ তারাও কর্মবন্ধন ত্যাগ করো । সুতরাং, ব্রাহ্মণদের জন্য এই সম্বন্ধের ত্যাগই ত্যাগ । তাহলে বুঝতে পারছ ত্যাগের পরিভাষা কি ! পরে বাবা আরও শোনাবেন । এটা ত্যাগের সাপ্তাহিক কোর্স চলছে । আজকের পাঠ মজবুত হয়েছে ? ব্রাহ্মণদের বিশেষত্বই হলো মহাত্যাগ । ত্যাগ ছাড়া লক্ষ্যে পৌছানো যায়না । তোমরা মনে কোরোনা যে ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারী হয়ে গেছ, তাহলে তোমরা সবকিছু ত্যাগ করে দিয়েছ, করেছ কি ? ত্যাগের পরিভাষা ব্রহ্মাকুমার -কুমারীদের কাছে আরও গভীর । বুঝেছ ? আচ্ছা ।

সদা নিঃস্বার্থ, সর্ব কল্যাণকারী, সর্ব প্রাপ্তি সেবাতে অর্পণ ক'রে জমা করে, দাতার সন্তান সদা দাতা, অল্পকালের প্রাপ্তি নেওয়ায় নিষ্কাম, সদা সবার প্রতি শুভ ভাবনা, সকলের কল্যাণ কামনা করে , এমন মহাদানী, বরদাতা শ্রেষ্ঠ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

টিচারদের সাথে বাপদাদার সাক্ষাত্কারঃ

সেবাধারী আত্মারা, তোমাদের সদা একটাই লক্ষ্য থাকে, বাবার মতোন হওয়ার । কারণ তোমরা বাবা সমান সীটে সেট হয়েছ । বাবা যেমন টিচার হয়ে, শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত হয়েছিলেন, ঠিক তেমনই তোমরা সেবাধারী আত্মারা বাবা সমান কর্তব্যে স্থিত হও । সুতরাং, যেমন বাবার গুণ তেমনই নিমিত্ত হওয়া সেবাধারীর গুণ । অতএব, সবার আগে চেক করো, তোমরা যেরকম কথা বলো সেইসব বাবা সমান হয় ! যে সংকল্প তোমরা করো বাবার সবকিছুর সাথে সমান ? যদি না হয় তবে চেক করে তাদের কর্মে প্রয়োগ করার আগে চেঞ্জ করে নাও । এইভাবে চেক করার পরে অভ্যাসে পরিণত করলে কি হবে ? বাবা সেবক হওয়া সত্ত্বেও যেমন সদা সবার প্রিয় হয়েও সবার থেকে পৃথক সেইভাবে সেবা করে সবার রুহানী অনুরাগীও হবে আবার সবার থেকে আলাদা হয়েও প্রিয় থাকবে ! বাবার মুখ্য বিশেষত্ব হলো, তিনি যতটা অনুরাগী ততটাই সবার থেকে পৃথক । এইরকমভাবে সেবায় বাবার মতন স্নেহশীল হও এবং বুদ্ধিযোগ দ্বারা নিরন্তর এক বাবার স্নেহের এবং সবার থেকে পৃথক অথচ প্রিয় হও । একেই বলা হয়ে থাকে বাবা সমান সেবাধারী । অতএব, টিচার হওয়া অর্থাত্ বাবার এই বিশেষ বিশেষত্বকে ফলো করা । সেবায় সকলে খুব কঠোর মেহনত করে কিন্তু তোমাদের বিশেষ অ্যাটেনশন দিতে হবে, কখনও কখনও বাঁধন খুলে মুক্ত হয়ে তোমাদের পৃথক হতে হবে আর কখনও কখনও স্নেহশীল হতে হবে । যদি ভালোবাসা দিয়ে তোমরা সেবা না করো তবে সেটাও ঠিক নয় আবার ভালবাসার বশীভূত হয়ে যদি সেবা করো সেটাও ঠিক নয় । সুতরাং, বাঁধন মুক্ত ভালোবাসা দিয়েই সেবা করো অর্থাত্ পৃথকভাবের স্থিতিতে স্থিত হয়ে সেবা করো তবে সেবায় সফলতা আসবে । যদি মেহনতের তুলনায় তোমাদের সাফল্য লাভ কম হয় তবে অবশ্যই স্নেহশীল আর পৃথক হয়েও প্রিয় হওয়ার ব্যালেন্সে কোনও ঘাটতি আছে । সুতরাং, সেবক অর্থাত্ পরমাত্ম- অনুরাগী এবং পৃথক হয়েও প্রিয় । এটাই সবচেয়ে ভালো স্থিতি । একেই বলা হয়ে থাকে কমল পুষ্প সমান জীবন । এইজন্য শক্তিকে কমলাসনে দেখানো হয়েছে । তারা কমলাসনে বিরাজিত কারণ তারা কমল পুষ্প সমান প্রীতিভাজন; অথচ পৃথক হয়েও প্রিয় ! তাইতো তোমরা

সেবাধারীরা কমলাসনে বিরাজমান, তাই না ! আসন অর্থাত্ স্থিতি । স্থিতিকেই আসনের রূপে দেখানো হয়েছে । যতই হোক, এটা সেরকম নয় যে, কেউ কমলাসনে যথাযথভাবে বসে আছে, তাই না ! অতএব, সদা-সর্বদা কমল আসনে বসে থাকো । সবসময় খেয়াল রাখতে হবে কমল যেন কখনও কাদায় না পড়ে যায় অর্থাত্ তার সুনাম হানি না হয় ! আচ্ছা ।

কুমারদের সাথে বাপদাদার সাক্ষাত্কারঃ

কুমার জীবনে বাবার হওয়া, পরম সৌভাগ্যের লক্ষণ ! আমরা কত বন্ধন থেকে বেঁচে গেছি, এইরকম অনুভব করো ? কুমার জীবন অর্থাত্ অনেক বন্ধন থেকে মুক্ত জীবন । তোমাদের কোনরকম বন্ধন নেই । দেহভাবেরও বন্ধন থাকবে না । এই দেহভাবের বন্ধনেই সমস্ত বন্ধন এসে যায় । সুতরাং, সদা নিজেকে আত্মা, পরস্পর ভাই- ভাই নিশ্চয় করে চলতে থাকো । এই স্মৃতি দ্বারা কুমার জীবনে সদা নির্বিঘ্নে এগিয়ে যেতে পারবে । যখন তোমাদের সংকল্পে বা স্বপ্নেও কোনও দুর্বলতা থাকবেনা, তখন তাকে বলা হবে বিঘ্ন-বিনাশক । ঘুরতে-ফিরতে শুধু এই ন্যাচারাল স্মৃতি থাকতে হবে যে তোমরা আত্মা । যখন তোমরা কাউকে দেখ তো আত্মাকে দেখ । যখন কিছু শোনো তখন নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে শোনো । এই পাঠ কখনও ভুলোনা । কুমারেরা সেবাতে অনেক এগিয়ে যায় কিন্তু সেবা চলাকালীন যদি নিজের সেবায় অমনোযোগী হয়ে যাও, তবে বিঘ্ন এসে যাবে । কুমার অর্থাত্ হার্ড ওয়ার্কার হওয়া, কিন্তু তোমাকে নির্বিঘ্ন হতে হবে । নিজের সেবা এবং বিশ্ব সেবা, এই দুইয়ের ব্যালান্স থাকতে হবে । সেবায় এত বিজি হয়োনা যে নিজের সেবায় অসতর্ক থাকছ, কারণ তোমরা কুমারগণ নিজেদের যতটা উন্নত করতে চাও, ততটাই উন্নতি করতে পারো । কুমারগণের শারীরিক শক্তিও আছে, দৃঢ় সংকল্পের মানসিক ক্ষমতাও আছে । এইজন্য তোমরা যা চাও করতে তাই করতে পারো; কারণ তোমাদের কাছে এই দুই শক্তিই আছে যা দিয়ে তোমরা এগিয়ে যেতে পারো । যেমনই হোক, ব্যালেন্সের কলা তোমাদের উড়তি কলায় নিয়ে যাবে । যখন নিজের এবং বিশ্ব সেবায় ব্যালান্স হবে তখন ক্রমান্বয়ে নির্বিঘ্ন উন্নতি হতে থাকবে ।

২) তোমরা কুমারেরা সর্বদা নিজেদের বাবার সাথে থাকার অনুভব করো ? বাবা আর আমি সদা সাথে সাথে আছি । এইরকম সদা সাথী হয়েছ ? সাধারণতঃ, জীবনে সদা তোমরা কাউকে না কাউকে সাথী বানাও ! তাহলে তোমাদের জীবন সাথী কে ? ( বাবা) তোমরা এমন সত্য-সাথী কখনও খুঁজে পাবেনা । তোমাদের সাথী অনেক প্রিয় হতে পারে, তবুও দেহধারীসঙ্গী কখনও সাদাকালের সাহচর্যের দায়িত্ব পূরণ করতে পারেনা, সেখানে এই রূহানী সত্য-সাথী সদাসর্বদা সঙ্গীর দায়িত্ব-কর্তব্য পরিপূর্ণ করেন । তাহলে কুমারেরা, তোমরা একা নাকি কম্বাইন্ড ? (কম্বাইন্ড ) । সুতরাং, তোমাদের অন্য কাউকে সাথী বানাবার সংকল্প আসেনা, তাই তো ! যখন কোনরকম সমস্যার উত্পত্তি হয়, অথবা তোমরা যদি অসুস্থ হও বা খাবার তৈরি করায় কোনও অসুবিধে হয় তাহলে কি তোমার অন্য কাউকে সাথী বানাবার তেমন সংকল্প আসবে নাকি না ? কখনও যদি তোমাদের এমন সংকল্প আসে তবে তাকে ব্যর্থ সংকল্প মনে করে সদাকালের মতো সেকেণ্ডে সমাপ্ত করে দিও । কারণ আজ কাউকে তুমি তোমার সাথী বানালে কিন্তু কি নিশ্চয়তা আছে যে, কালও সে তোমার থাকবে ? অতএব, বিনাশী সাথী বানিয়ে তোমার লাভ কি ? সুতরাং, সবসময় নিজেকে কম্বাইন্ড রূপে দেখলে অন্যান্য সংকল্প সমাপ্ত হয়ে যাবে, কারণ সর্বশক্তিমান তোমার সাথী । অন্ধকার যেমন সূর্যের সামনে

স্থির হতে পারেনা তেমনই মায়া সর্বশক্তিমানের সামনে দাঁড়াতে পারেনা । পরে তোমরা সবাই মায়াজিত্ হয়ে যাবে । আচ্ছা –

বরদানঃ– নিজের ক্ষমাস্বরূপ দ্বারা শিক্ষা দিয়ে ক্ষমার সাগর ভব

যদি কোনও আত্মা তোমার স্থিতিকে টলাতে চেষ্টা করে এবং সে যদি তোমার উপকারের জন্য ইচ্ছুক না হয় তবে তোমার মধ্যেকার পরোপকারের ইচ্ছে দিয়ে তাকে পরিবর্তন করো বা তাকে ক্ষমা করে দাও । যদি তুমি তাকে পরিবর্তন করতে অপারগ হও, তবে মাস্টার ক্ষমার সাগর হয়ে তাকে ক্ষমা করো । তোমার ক্ষমাশীলতা সেই আত্মার জন্য দৃষ্টান্তমূলক একটা শিক্ষা হয়ে যাবে । এখন, তুমি যখন আত্মাদের শিক্ষা দিচ্ছ তখন সেই শিক্ষা থেকে কেউ বোঝে কেউ বোঝেনা । ক্ষমা করার অর্থ শুভ ভাবনার দান, সহযোগের দান ।

স্লোগানঃ– নিজের এবং অন্যের প্রিয় সে–ই হতে পারে যে অনুক্ষণ আনন্দে থাকতে পারে ।